“তোমার পরিসমাপ্তি ঘটেছে আনন্দজনক বিনিময়ের মাধ্যমে”

শহীদ আমির সাইফউল্লাহ্ (আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন)

অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করছি।

পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এই বিশ্বের মালিক এবং শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবী এবং বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরন করে যাবে তাদের উপর।

শুরুঃ

মুজাহিদ শাইখ সাঈদ আবু সাদ(আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন) এর শহীদ হওয়ার এক মাসের কম সময়ের মধ্যে উম্মাহ তাওহীদের অন্যতম সিংহ আবু ইমরানের(আমির সাইফউল্লাহ) আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন শাহাদাতবরনে শোকাবিভূত।

আমির সাইফউল্লাহ ২০১০ সালের মার্চের ২৪ তারিখে নালছিক শহরের কাবারদিনো-বালকারিয়া এলাকায় শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর গাড়ি থেমেছিল একটি চেকপয়েন্টের সামনে এবং আমিরের নিকট তখন দুটি পছন্দ ছিলঃ আত্মসমর্পন করা এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের জীবন গ্রহন করা অথবা আত্মসমর্পনকে পরিত্যাগ করা এবং এর পরিবর্তে শাহাদাতকে আলিঙ্গন করা।

মূহুর্তের মধ্যে সে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর উপর গুলিবর্ষন শুরু করে এবং এইটি ততক্ষন সময় ধরে চলতে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না সে শিলাবৃষ্টির মত বুলেটের আঘাতে শাহাদাত বরন করছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআলার তাঁর এই সাহসী এবং নিঃস্বার্থ সিদ্ধান্ত অন্যান্য সাথীদেরকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছিল। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আমারা বিশেষভাবে দেখবো শহীদের জীবনি, তাঁর কর্মকান্ডগুলো এবং তাঁর রেখে যাওয়া বিষয়বস্তুগুলোর দিকে।

তাঁর জীবনঃ

আমির সাইফউল্লাহ ১৯৭৬ সালে আঞ্জর আসতিমিরভে জন্মগ্রহন করেন। ছোটকাল থেকেই সে ছিল ধার্মিক মুসলিম এবং এমনকি যুবক বয়স থেকেই সে অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করতো। সে নালছিক শহরের একজন সুপরিচিত এবং অত্যন্ত সম্মানিত ইমাম ছিল।

কিন্তু সেখানে প্রচার করার জন্য একটি সময় ছিল এবং যুদ্ধ করার জন্য একটি সময় ছিল।
এইভাবে যখন জিহাদ ককেশাসের অপর পারে বিস্ফোরিত হয়েছিল আমির সাইফউল্লাহ জিহাদের আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন কিন্তু সে ইসলামের দিকে এবং জিহাদের দিকে আহবানের কাজ একই সাথে চালু রেখেছিল, আল্লাহ্‌র সুবহানুহুতাআলার সূরা আন-নিসার আদেশের মতোঃ

“ আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।” *(সূরা আন-নিসাঃ ৮৪)*

অন্যদের মতো তাঁর কোনও ধরনের ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ অথবা ব্যক্তিগত কোনও অহমিকা ছিল না ধর্মীয় দায়িত্বে অংশগ্রহনের পথে এবং এভাবে সে আমির আবু উসমানের কাছে আনুগত্যের শপথ দিয়েছিল।

আল্লাহ্ (সুবহানুহুওয়াতাআলা) সূরা আত-তাওবাতে বলেনঃ

"আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে

সমবেতভাবে"। (সূরা আত-তাওবাঃ ৩৬)

আমির সাইফউল্লাহ একতাবদ্ধের উপর অনেক বেশি জোর দিয়েছিলেন- তিনি শুধুমাত্র ককেশাসের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপকে ইসলামিক ইমারাত ককেশাসের একটি পতাকাতলে আনার জন্যই চেষ্টা করেননি অধিকন্তু আরও চেষ্টা করেছিলেন ককেশাসের মুজাহিদদেরকে তাদের সহযোগী বিশ্বের অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে সংযুক্ত করার জন্য।

এই কারণে তিনি ইসলামিক ষ্টেট অফ ইরাক এবং ইয়ুথ মুজাহিদীন মুভমেন্ট অফ সোমালিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য মুজাহিদীন আন্দোলনগুলোকে বারবার তাদের আগে প্রবাহিত হওয়া একই পতাকাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দৃষ্টিগোচর করাতে পছন্দ করতেন।

সে আরও ছিল সামনের দিকের যোদ্ধা, অক্টোবার ২০০৫ এ পুরো বিশ্ব এই বিষয়ে পরিজ্ঞাত হয়েছিল যখন সে নালছিকের মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রমণ পরিচালনা করেছিল।

আল্লাহ্ (সুবহানুহুওয়াতাআলা) বলেনঃ

"যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে

তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন"। (সূরা আত-তাওবাঃ ১৪)

অন্য যেকোনও আক্রমণ থেকে এই আক্রমণ মস্কোতে বিপদ সংকেত বাজিয়ে দিয়েছিল।

চেচনিয়ার অবস্থা চেচনিয়ার সীমানা অতিক্রম করে অনেক দূরে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যেটি সম্পূর্ন উত্তর ককেশাসকে বেষ্টন করে ফেলেছিল! রাশিয়ানরা হাজার হাজার সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিল এবং কোটি ডলারেরও বেশি খরচ করেছিল এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য।

এবং বাকী বিশ্ব এইটি অনেক বেশি প্রত্যক্ষ করেছিল ও অনুধাবন করতে পেরেছিলঃ এইটি সেই যুদ্ধ নয় যেটি চেচেন স্বাধীনতাকামি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বাকী অংশের মধ্যে ঘটেছিল। এই যুদ্ধ হচ্ছে ইসলাম এবং কুফফারের মধ্যে ও সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে!

তাঁর কর্মকান্ডঃ

এবং আমির সাইফউল্লাহ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেও নেতৃত্ত্ব দিয়েছিল যেইটির যুদ্ধ হয়েছিল পুরো বিশ্বব্যাপী।

আমির আবু উসমানকে ইসলামিক ইমরাত ঘোষনা করে পুরো মুসলিম বিশ্বকে আনন্দ দিতে যে কারো চেয়ে সবচেয়ে বেশি বুঝিয়েছিলেন আমির সাইফউল্লাহ।

আমির সাইফউল্লাহ সবসময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিশুদ্ধ আকীদার নিশ্চয়তার জন্য শাইখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসির মতো আলেমদের ইসলামিক কাজগুলোর রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদের আহবান করতেন ।

আমির সাইফউল্লাহ আখমেদ যাকাঈভের মৃত্যুর উপর প্রচন্ড জোরালো একটি বার্তা প্রেরন করেন যে আগে কিছু মুজাহিদের দিকে তাঁর নিজের ইচ্ছাকে শক্তভাবে বেধেছিল কিন্তু দুঃখজনকভাবে সে ইউরোপের বিলাসী জীবনযাপনের জন্যইসলাম এবং জিহাদকে পরিত্যাগ করেছে ।

আমির সাইফউল্লাহ হচ্ছে সে যাকে শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসির মতো আলেমরা দৃঢ়তার সহিত বলেছিলেন ককেশাসের সংগ্রাম আল্লাহ্‌র পথের একটি জিহাদ এবং কোনও ধরনের জাতীয়তাবাদি সংগ্রামের বিন্দুমাত্রও এতে নেই। আমির সাইফউল্লাহ্‌র সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ককেশাসের মুজাহিদ ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার সাথে দৃঢ় বন্ধনের চেষ্টার ফলে ককেশাসের জিহাদের প্রতি আবার নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

সম্ভবত অন্য যে কেউ থেকে আমির সাইফউল্লাহ্‌ ককেশাসের মুসলিম এবং মুজাহিদদের সাথে বাকী বিশ্বের যোগাযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বুজতে পেরেছিলেন।

কিছু লোক ককেশাসের ঘটনাগুলোকে ভুলবশত সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রাম অথবা জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে বিশ্বাস করে। যেখানে মুজাহিদীনরা নিশ্চিতভাবে রাশিয়ার দখলদারদের তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, চেচেন অথবা ইঙ্গুশ যেকোনটিতে রাশিয়ার সেক্যুলারিজম প্রতিস্থাপণ করতে তাঁরা ইচ্ছুক নয়!

আল্লাহর (সুবহানুহুওয়াতায়ালা) আয়াতগুলোকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য ককেশাসের মুজাহিদরা যুদ্ধ করছে!

পুরো অঞ্চলে ইসলামিক শরীআহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ককেশাসের মুজাহিদরা যুদ্ধ করছে!

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের জন্য ককেশাসের মুজাহিদরা যুদ্ধ করছে!

জাতিসংঘ অথবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের বিষয়ে কি বলে তাঁরা এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন না!

আল্লাহ্‌ (সুবহানুহুওয়াতাআলা) সূরা আল-মায়িদাহতে বলেনঃ

“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী”। (সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫৪)

আমির সাইফউল্লাহ্‌র মত লোকদের চেষ্টাগুলোকে ধন্যবাদ জানাই, উম্মাহ এখন জানে যে ককেশাসের ইসলামিক ইমারাতের মুজাহিদদের সংগ্রাম খুবই মূল্যবান, আল্লাহ্‌ তাদের বিজয় অথবা শাহাদাত নসীব করুন।

তাঁর উত্তরাধিকার প্রাপ্তিঃ

এইটাতে কোন সন্দেহ নেই আমির সাইফউল্লাহ্‌র উত্তারাধিকার তখনই দেখা যাবে যখন শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসি এবং বাকী বিশ্বের অন্যান্য আলেম এবং মুজাহিদদের মধ্যে বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর শাহাদাত ককেশাসের মধ্যে জিহাদের আগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নতুন করে শুরু করার এক উদাহরন হবে।

আমির সাইফউল্লাহ্‌ শাহাদাত বরন করেছেন , অতএব আমাদের উচিত তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া!

আরবি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা থেকে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করার অনেক কাজ করতে হবে। এইভাবে ককেশাসের যুবকদের সবচেয়ে ভালো ইসলামিক চিন্তাগুলো থেকে লাভ পাওয়া অব্যাহত থাকবে এবং মুজাহিদদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুরু থেকেই বিশুদ্ধ ইসলামিক আকিদা নিয়ে চলতে পারবে।

কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ন কাজ হচ্ছে রাশিয়ান ভাষা থেকে আরবি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা যাতে উম্মাহ ককেশাসের পরিস্থিতি, আমাদের ভাই বোনদের সাথে কি ঘটতেছে সেখানে এবং কিভাবে তাঁরা তাঁদেরকে সাহায্য করতে পারে সেই সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হতে পারবে।

আমরা আমির সাইফুল্লাহর শাহাদাতে কোন শোক করবো না। আমাদের উচিত আল্লাহ (সুবহানুহুওয়াতাআলা), তাঁর পথে তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করায় আনন্দ প্রকাশ করা যেটি সে দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছা করেছিল! এবং এইতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সফলতা!

“আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য”। (সূরা আত-তাওবাঃ ১১১)

অতএব আমাদের দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্‌তাআলা আমির সাইফউল্লাহকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন!

দোয়া করি আল্লাহ্‌ যেন কবরদা, বলকারিয়া এবং করাচাই প্রদেশের মুজাহিদদের শক্তি প্রদান করুন এবং তাঁদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন!

দোয়া করি আল্লাহ্‌ যেন ককেশাসের মাধ্যমে মুজাহিদদেরকে শক্তি প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ রাখেন!

দোয়া করি আল্লাহ্‌ যেন ককেশাসের মুজাহিদ এবং পুরো বিশ্বের মুজাহিদদের একতাবদ্ধ হওয়ার শক্তি প্রদান করেন!

দোয়া করি আল্লাহ্‌ যেন একজন নতুন আমির পাঠান যিনি ইসলামিক আমিরাত ককেশাসের শরীআহ আদালতের একজন প্রধান বিচারপতি হবেন এবং ইসলামিক আইনকে প্রথমে ককেশাসে এবং পরে পুরো বিশ্বে বাস্তবায়ন করবেন!

এবং সর্বশেষ দোয়া সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি পুরো বিশ্বের মালিক।

আব্দ আল-খালিক আল-মুহাজির রাবি
আল-আখার ২৩, ১৪৩১ এ এইচ
পত্র বিনিময়কারী এপ্রিল ৮, ২০১০

পরিবেশনায়
আনসারুল্লাহ বাংলা ব্লগ
http://ansarullah.co.cc/bn/